দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 JUN 1997
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

প্রেসক্লাব সেমিনারে মন্তব্য

'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা ॥ কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের চক্রান্ত হচ্ছে, অথচ একটা বড় মিছিল হলো না'

স্টাফ রিপোর্টার ॥ মৌলবাদ সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, মৌলবাদের সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামে সাম্প্রদায়িকতারও স্থান নেই। তাঁরা বলেন, ধর্মনিরক্ষেতার মানে হচ্ছে ধর্মহীনতা। যারা ধর্মহীনতার বুলি আওড়ায়, তারা কোন ধর্মেই বিশ্বাস করে না। বক্তারা ইসলামের বিরুদ্ধে দেশী-বিদেশী চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানান।

গত বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এ সেমিনারের আয়োজন করে 'সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ'। আবদুস শহীদ নাসিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে দু'টি প্রবন্ধ পড়েন হারুনুর রশীদ ও অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ডঃ এমএ বারী। আলোচনায় অংশ নেন, ডঃ মুহাম্মদ আবদুর রব, ডঃ চৌধুরী মাহমুদ হাসান, আবদুল কাদের মোল্লা, গিয়াস কামাল চৌধুরী, ডঃ হাসানুজ্জামান চৌধুরী, প্রফেসর কামরুল আহসান চৌধুরী প্রমুখ।

ডঃ হাসানুজ্জামান চৌধুরী বলেন, পৃথিবীর কোন দেশে একই ধর্মাবলম্বীকে 'মৌলবাদী' বলে গালি দেয় এমন নজির নেই। অথচ অর্ধশিক্ষিত এক শ্রেণীর লোক এ প্রবণতা এ দেশে চালু করেছে। তিনি বলেন, ভারতের টিভি অনুষ্ঠানে কোন ধর্মের জয়গান শুনতে পাবেন না। অথচ আমাদের জাতীয় গণমাধ্যমে প্রথমে 'আল্লাহ' এক বলে প্রচার করা হয়। পরক্ষণে ৩৩ কোটি দেবদেবী এবং যীশু আল্লাহর পুত্র বলে প্রচার করা হয়। এ কোন ধরনের দেশে বাস করছি। তিনি বলেন, সবকিছুই 'নাথিং ইলস'-এর ওপর চলছে। বিজ্ঞানের সব আবিষ্কারই পবিত্র কোরানের আওতাভুক্ত।

গিয়াস কামাল চৌধুরী বলেন, আমাদের ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর একটি বড় ফাঁক থেকে যাচ্ছে। বিগত জাতীয়তাবাদী সরকারও এই ফাঁক পূরণ করতে পারেনি। আজ আমাদের পত্র-পত্রিকা নেই বললে চলে। এ অবস্থার জন্য আমরাই দায়ী। গিয়াস কামাল চৌধুরী বলেন, আজ হীনমন্যতায় ভুগলে চলবে না। নতজানু হওয়ার সময়ও নেই। তারা কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন বাস্তবায়নের চক্রান্ত করছে, অথচ একটা বড় মিছিল-সমাবেশ হলো না। আমাদের ডাক দিন-আজকের মতো কোনখানেই 'গরহাজির' থাকব না।

আবদুল কাদের মোল্লা (জামায়াত নেতা) বলেন, সাবেক রাষ্ট্রপতি মরহুম জিয়া সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ' সংযোজন করায় 'বিচারপতি দেবেশ বাবু'রা বলেন, স্বাধীনতার চেতনা পরিপন্থী কাজ করা হয়েছে। অথচ জিয়া মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক হিসাবে পরিচিত এবং বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা। এ থেকে আমাদের বুঝতে হবে দেবেশ বাবুদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর জিয়ার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এক নয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশের চেতনা ১৯ জায়গায় সংশোধন করলেই 'ইসলামী' সংবিধানে পরিণত করা যায়।

প্রফেসর কামরুল আহসান চৌধুরী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল ও সলিমুল্লাহ হলের নামের সঙ্গে 'মুসলিম' শব্দ যোগ করার প্রস্তাব করে আমি 'মৌলবাদী' আখ্যা পেয়েছি। মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দ তিনটির অপপ্রয়োগ করে এদেশে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে।